



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ♦ শিলচর, শনিবার, ১০ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ♦ ২২ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ♦ www.krctimes/bangla
ISSUE-4 10th October 2026 ♦ Saturday ♦ KRC Times East and NE India Edition ♦ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

বিমল আকোইজামের ইস্তফার দাবিতে মণিপুরে বিজেপি মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ

ইস্তফা : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) ১১ জন পড়ুয়ার যৌন হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে কংগ্রেস সাংসদ বিমল আকোইজামের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল মণিপুর বিজেপির মহিলা মোর্চা। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন বিজেপির মণিপুর প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ এ সরদা দেবী। আকোইজামের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছেও তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সরদা দেবী বলেন, নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে আকোইজামের স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা উচিত। পাশাপাশি কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ও প্রিয়ান্কা গান্ধীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন তিনি।

‘নাটক বন্ধ করুন, দেশকে দুর্বল করবেন না’ নগাঁওয়ে জয়ের পর রাহুলকে হিমন্তের কটাক্ষ

গুয়াহাটি : নগাঁও লোকসভা উপনির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে তীব্র আক্রমণ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর অভিযোগ, রাহুলের রাজনীতি দেশের ঐক্য, সংস্কৃতি ও অগ্রগতিকে দুর্বল করেছে। রাহুলকে সরাসরি বার্তা দিয়ে হিমন্ত বলেন, নাটক করবেন না। এমন রাজনীতি করবেন না, যা দেশকে দুর্বল করে।



শুক্রবার নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হিমন্ত বলেন, নগাঁওয়ের ফল রাহুল গান্ধী ও তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বড় ধাক্কা। তাঁর কথায়, এটি রাহুল

গান্ধীর জন্য বড় পরাজয়। তাঁর রাজনীতিরও বড় পরাজয়। কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে আরও আক্রমণ শানিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, দেশের অগ্রগতি চায় না; এমন লোকজনের সঙ্গে হাত

মিলিয়েছেন রাহুল। তাঁর দাবি, নির্বাচনের ফলের মধ্য দিয়ে অসমের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতার চেয়ে দেশ বড়।

হিমন্ত বলেন, আমরা বিনয়ের সঙ্গে রাহুল গান্ধীকে মনে করিয়ে দিয়েছি, ভারত আপনার উর্ধ্বে। দেশ সবার আগে। আপনি দেশের উর্ধ্বে নন। তাঁর মতে, নগাঁওয়ের নির্বাচনী রায়ের এটাই প্রধান বার্তা।

হিমন্তের মন্তব্যে স্পষ্ট, নগাঁওয়ের ফলকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ বাড়তে চাইছে শাসক দল।

সাইবার প্রতারণায় খোয়া যাওয়া ১.০৬ কোটি উদ্ধার মিজোরামে, গ্রেফতার ৯

আইজল : অনলাইন প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযানে বড় সাফল্যের দাবি করল মিজোরাম পুলিশ। চলতি বছর সাইবার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের খোয়া যাওয়া ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে ফেরত দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতারণায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শুক্রবার পুলিশের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মানি রেস্টোরেশন মডিউল এবং আদালতের নির্দেশ-সহ বিভিন্ন আইনি প্রক্রিয়ায় প্রতারিতদের অর্থ ফেরানো হয়েছে। সাইবার অপরাধ দমনে গত ২৭ জুলাই রাজ্য সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্রকে পুলিশের অধীনে পৃথক ইউনিট হিসেবে স্বীকৃতি দেয় মিজোরাম সরকার।

চলতি বছরে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে স্কুল ও কলেজে ৮৯টি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৯,৩৭৬ জন পড়ুয়ার কাছে পৌঁছেছে পুলিশ। পাশাপাশি, আটকে যাওয়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত ২৮টি অভিযোগেরও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অনলাইন আর্থিক প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত ১৯৩০ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। এ ছাড়া cybercrime.gov.in ওয়েবসাইটেও অভিযোগ জানানো যাবে।

‘পুলিশের গায়ে হাত দিলে অবস্থা খারাপ হবে’, হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

বাংলায় পুজোর আগে নিয়োগ ১১ হাজারের বেশি কনস্টেবল

কলকাতা : পুলিশের গায়ে হাত তুললে পরিণতি ভয়াবহ হবে। পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে এভাবেই কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মহালয়ার দিন রাজ্যে চালু হল ২৪ ঘণ্টার জরুরি পুলিশি পরিষেবা ‘১১২’। আপতকালীন পরিস্থিতিতে একটি ফোনেই পুলিশের সাহায্য মিলবে। শুভেন্দু জানান, পুলিশবাহিনীর পরিকাঠামো উন্নয়নে ৪৫০টি গাড়ি যুক্ত হয়েছে। প্রতিটি থানাকে একটি করে গাড়ি ও মোটরবাইক দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নিয়োগ করা হয়েছে ১,৫০০ জন চালক। আগের সরকারের আমলে পুলিশকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল



বলে অভিযোগ করেন তিনি। পুলিশ নিয়োগের জট কাটিয়ে পুজোর আগে ১১ হাজারের বেশি নতুন কনস্টেবল নিয়োগ করা হবে বলেও জানান পুলিশমন্ত্রী। আগামী শুক্রবার নিজের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার কথা তাঁর। বীরভূমে পুলিশ ২২০ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করেছে বলে উল্লেখ করে শুভেন্দু পুলিশের দক্ষতার প্রশংসা করেন।

উপনির্বাচনে নগাঁওয়ে আজমলকে ১.৪১ লক্ষ ভোটে হারালেন বিজেপির দেবাশিস

নগাঁও : নগাঁও লোকসভা উপনির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয় পেল বিজেপি। এআইইউডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলকে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৯১৬ ভোটে পরাজিত করলেন বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস শর্মা। শুক্রবার ফল প্রকাশের পর নগাঁও শহর-সহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় উচ্ছ্বাসে মাতেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা।



পতাকা নিয়ে তাঁরা ‘ভারতমাতা কি জয়’ এবং ‘বিজেপি জিন্দাবাদ’ স্লোগান দেন। চলে আবির্ভাব খেলা, বাজি ফটানো এবং ঢাক-ঢোলের তালে উদ্‌যাপন। পরে শহরের রাস্তায় বিজয় মিছিলও বের করেন দলের কর্মী-সমর্থকেরা।

নির্বাচনের ঘোষিত ফল অনুযায়ী, দেবাশিস শর্মা পেয়েছেন ৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৬২২ ভোট। অন্যদিকে, বদরুদ্দিন আজমলের বুলিতে গিয়েছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৪১৩ ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী শিবামণি বরা ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৪৩ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন। ফল প্রকাশের পর নগাঁও শহরের বিজেপি কার্যালয়ের সামনে ভিড় জমান কয়েকশো দলীয় কর্মী। হাতে গেরুয়া

বিজেপির স্থানীয় নেতাদের দাবি, দলের কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম এবং মানুষের সমর্থনই এই জয়ের মূল কারণ। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ও স্থিতিশীল প্রশাসনের পক্ষে ভোটাররা রায় দিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন তাঁরা।

এই ফল নগাঁওয়ে কংগ্রেসের কাছে বড় নির্বাচনী ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপি এই জয়কে তাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি জনসমর্থনের প্রতিফলন হিসেবে তুলে ধরছে।

মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠে মুখর ধুবড়ি, প্রভাতফেরিতে শামিল অসংখ্য মানুষ

ধুবড়ি : ভোরের আলো ফোটার আগেই চণ্ডীপাঠ আর মন্তোচ্চারণে মুখর হয়ে উঠল অসমের ধুবড়ি শহর। মহালয়া উপলক্ষে শনিবার সকালে ধুবড়ি টাউন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি। শোভাযাত্রায় যোগ দেন অসংখ্য ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁদের উপস্থিতিতে শহরের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে শারদীয়ার আবহ। সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ প্রভাতফেরি শুরু হয়। চণ্ডীপাঠের সুরে এবং ধর্মীয় মন্তোচ্চারণে মুখর



হয়ে ওঠে শহরের বিভিন্ন এলাকা। মহালয়ার এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেবীপক্ষকে স্বাগত জানান ধুবড়ির বাসিন্দারা। ধুবড়ি টাউন ক্লাবের সহকারী সম্পাদক শান্তনু বণিক বলেন, মহালয়া দেবীপক্ষের সূচনা এবং এই দিনেই মর্ত্যে দেবী দুর্গার আগমনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

মহালয়ার প্রভাতফেরিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দুর্গাপূজাকে ঘিরে শহরের প্রস্তুতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।



ভূরাজনীতির জালে বন্দি ভারতের কৌশলগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা

চাবাহার বন্দরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ছায়া, থমকে আঞ্চলিক যোগাযোগের স্বপ্ন। পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় পৌঁছানোর ভারতের পরিকল্পনা এখন নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক সমীকরণের পরিবর্তনের উপর। প্রশ্ন হল, কৌশলগত ধৈর্য কত দিন নিষেধাজ্ঞার বিকল্প হয়ে থাকতে পারে?

বড় পরিকাঠামো শুধু অর্থ, প্রযুক্তি ও নির্মাণের উপর দাঁড়িয়ে থাকে না। তার ভবিষ্যৎ অনেক সময় নির্ধারিত হয় সীমান্তের বাইরে ক্ষমতার লড়াই, নিষেধাজ্ঞা এবং রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক অবিশ্বাসে। ইরানের চাবাহার বন্দর তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারত এই বন্দরের উন্নয়নে যে কৌশলগত গুরুত্ব দেখেছিল, তা নিছক বাণিজ্যিক বিনিয়োগের হিসাব নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া এবং আরও দূরের বাজারে পৌঁছানোর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। অথচ মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান সংঘাত সেই পরিকল্পনাকে বারবার অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

চাবাহার ভারতের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝার জন্য মানচিত্রের দিকে তাকানোই যথেষ্ট। পাকিস্তান ভারতকে স্থলপথে আফগানিস্তানে পণ্য পাঠানোর নিয়মিত ট্রানজিট-সুবিধা দেয় না। ফলে ভারতের আঞ্চলিক যোগাযোগের পরিকল্পনায় এমন একটি বিকল্প পথ প্রয়োজন, যা পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল নয়। ইরানের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত চাবাহার সেই সুযোগ তৈরি করতে পারে। সমুদ্রপথে বন্দরে পৌঁছে সেখান থেকে স্থলপথে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার দিকে এগোনো সম্ভব। দীর্ঘমেয়াদে এই যোগাযোগ আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডর বা আইএনএসটিসি-র সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে, যার লক্ষ্য ভারতকে ইরান, রাশিয়া এবং তার বাইরের অঞ্চলের সঙ্গে বহুমাত্রিক পরিবহণ নেটওয়ার্কে যুক্ত করা। এই কারণেই চাবাহারকে কেবল একটি বন্দর হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি ভারতের অর্থনৈতিক কূটনীতি, আঞ্চলিক উপস্থিতি এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের পরীক্ষাক্ষেত্র।

কিন্তু কৌশলগত গুরুত্ব থাকলেই যে কোনও প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সে নিশ্চয়তা দেয় না। ইরানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের বিরোধ এবং তেহরানের উপর ওয়াশিংটনের নিষেধাজ্ঞা চাবাহারের অগ্রগতিকে ধারাবাহিকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। বন্দরটির শাহিদ বেহেশতি টার্মিনালের উন্নয়ন ও পরিচালনায় ভারত যে ভূমিকা নিয়েছিল, নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কায় তা বজায় রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে। চাবাহার ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের পাওয়া মার্কিন ছাড়ের মেয়াদও ২০২৬ সালের ২৬ এপ্রিল শেষ হয়েছে। সেই ছাড়ের মেয়াদ বাড়ানো না হওয়ায় ভারতের সামনে তৈরি হয়েছে নতুন অনিশ্চয়তা।

এখানেই ভারতের কূটনৈতিক সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। একদিকে ইরানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক এবং আঞ্চলিক যোগাযোগের প্রয়োজন, অন্যদিকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ফলে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক মূল্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেন, বিনিয়োগ এবং সংস্থাগুলির বাণিজ্যিক সিদ্ধান্তের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রভাব যথেষ্ট। ফলে কোনও প্রকল্পের কৌশলগত মূল্য বেশি হলেও তার বাস্তব ব্যবহার ঝুঁকিমুক্ত হয়ে যায় না।

চাবাহার-ইরানশহর-জাহেদান রেল সংযোগের অগ্রগতি এই দ্বন্দ্বকে আরও প্রকট করেছে। দীর্ঘদিনের বিলম্বের পর রেলপথটির নির্মাণ এগিয়েছে এবং ইরানের তরফে পুরো চাবাহার-জাহেদান সংযোগ ২০২৭ সালের জানুয়ারির মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য জানানো হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই রেলপথ চালু হলে বছরে ৭৭ লক্ষ টন পণ্য এবং ২২ লক্ষ যাত্রী পরিবহণের সক্ষমতা তৈরি হতে পারে। বাস্তবে তা চালু হলে ইরানের অনুন্নত সিমান্ত-বালুচিস্তান প্রদেশের অর্থনীতিতেও গতি আসতে পারে। ভারতের জন্য খুলতে পারে নতুন বাণিজ্যপথ।

চাবাহার নিয়ে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি ধৈর্য অমূলক নয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বদলালে এই বন্দর ভারতের আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু কৌশলগত ধৈর্যকে নিষ্ক্রিয় অপেক্ষায় পরিণত হতে দেওয়া চলবে না। পরিকাঠামো, কূটনীতি, বাণিজ্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একই পরিকল্পনার অংশ করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত চাবাহারের ভবিষ্যৎ শুধু ইরান বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তে নির্ধারিত হবে না; ভারত কতটা বাস্তবসম্মত ও বহুমুখী কৌশল নিতে পারে, তার উপরও তা নির্ভর করবে। ভূরাজনীতির ঝড় থামার অপেক্ষা করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং সেই ঝড়ের মধ্যেই নিজের স্বার্থ রক্ষা করে এগোনোর পথ খুঁজে নেওয়াই হবে প্রকৃত কৌশলগত সাফল্য।

ফের মার্কিন গ্রিন কার্ডে স্বগিতাদেশ, নতুন চাপে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিন কার্ড পাওয়ার প্রক্রিয়ায় নতুন করে বাধার মুখে পড়ল ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প। ট্রাম্প প্রশাসন মাইক্রোসফট, অ্যাডোবি, কগনিজ্যান্ট, ইনফোসিস, টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস (টিসিএস), উইপ্রো, এইচসিএল এবং ক্যাপজেমিনির মতো আটটি সংস্থার জন্য স্থায়ী শ্রম শংসাপত্র কর্মসূচি বা ‘পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন’ (পার্ম) প্রক্রিয়া স্থগিত করেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমেই অধিকাংশ নিয়োগকর্তাকে বিদেশি কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানভিত্তিক গ্রিন কার্ডের আবেদন করার আগে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়।

মার্কিন শ্রম দফতরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি আপাতত নতুন পার্ম আবেদন জমা দিতে পারবে না। আগে জমা পড়ে থাকা আবেদনগুলির প্রক্রিয়াও বন্ধ থাকবে। তবে এই নির্দেশে ওই সংস্থাগুলির কর্মীদের বিদ্যমান এইচ-১বি ভিসা কিংবা ইতিমধ্যে অনুমোদিত আবেদন বাতিল করা হয়নি। ফলে সিদ্ধান্তটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি কর্মী নিয়োগের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। কিন্তু স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় থাকা কর্মীদের জন্য এটি নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

এই পদক্ষেপের কারণ হিসেবে মার্কিন প্রশাসন এইচ-১বি ভিসা এবং পার্ম ব্যবস্থায় সম্ভাব্য জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নির্দিষ্ট অভিযোগ বা আনুষ্ঠানিক চার্জের কথা জানানো হয়নি। ফলে তদন্তের নামে নেওয়া এই পদক্ষেপের আইনি ভিত্তি, স্বচ্ছতা এবং আনুপাতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

মার্কিন শ্রম দফতরের বক্তব্য, এইচ-১বি ভিসা ও পার্ম ব্যবস্থার অপব্যবহারের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে জুলাই মাসে তদন্ত শুরু হয়েছিল। হোয়াইট হাউসের ‘ফ্রড টাস্ক ফোর্স’-এর উদ্যোগের সঙ্গেও এই তদন্ত যুক্ত বলে জানানো হয়েছে।

পার্ম ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল, বিদেশি কর্মী নিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট পদে উপযুক্ত, আগ্রহী ও যোগ্য মার্কিন কর্মী পাওয়া যাচ্ছে কি না, তা যাচাই করা। নিয়োগকর্তাকে সাধারণত প্রমাণ করতে হয় যে বিদেশি কর্মী নিয়োগের ফলে একই ধরনের কাজে যুক্ত মার্কিন কর্মীদের মজুরি ও কাজের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

এই নিয়মের অপব্যবহার হলে তা অবশ্যই তদন্ত করা প্রয়োজন। কোনও সংস্থা যদি নিয়োগের শর্ত সাজিয়ে নেয়, কর্মী খোঁজার প্রক্রিয়ায় কারচুপি করে বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করে, তবে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অভিযোগের তদন্ত এবং অপরাধ প্রমাণ; দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। কোনও সংস্থার আবেদন স্থগিত হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া যায় না যে সেই সংস্থা জালিয়াতি করেছে।

এই আটটি সংস্থার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে কী ধরনের তদন্ত চলছে, কোন বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে এবং কেন একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হয়েছে; সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে না আসায় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। আইনের প্রয়োগ যেমন জরুরি, তেমনই তার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাও গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের চার সপ্তাহেরও কম সময় আগে এই ঘোষণা সামনে এসেছে। ফলে এর রাজনৈতিক তাৎপর্যও উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। নির্বাচনের আগে অভিবাসন, কর্মসংস্থান এবং মার্কিন নাগরিকদের চাকরির নিরাপত্তা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়।

উপরোক্তপতি জেডি ভ্যান্স মাইক্রোসফটকে আরও মার্কিন কর্মী নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। ২০২৫ সালে সংস্থাটির ৬ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রসঙ্গও তুলেছেন তিনি। প্রশাসনের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বিদেশি কর্মী নিয়োগের বদলে দেশীয় কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি সামনে এসেছে।

মার্কিন ভোটারদের একাংশের মধ্যে চাকরির নিরাপত্তা, কর্পোরেট ছাঁটাই এবং বিদেশে কাজ সরিয়ে

নেওয়া নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে আনা সহজ। বিশেষ করে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন ধরেই আউটসোর্সিং ও বিদেশি কর্মী নিয়োগের বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত।

তবে ঘোষণার সময় নির্বাচনের কাছাকাছি হওয়া মানেই তদন্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত; এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। একইভাবে, প্রশাসন জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছে বলেই সংস্থাগুলিকে দোষী ধরে নেওয়াও অনুচিত। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করবে তদন্তের তথ্য, আইনি যুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে নিজেদের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়ার উপর।

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উপর এই সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিক আর্থিক প্রভাব কতটা হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। দেশের বড় আইটি সংস্থাগুলির ব্যবসার ভিত্তি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত এইচ-১বি ভিসাধারী বা গ্রিন কার্ডপ্রত্যাশীদের উপর নির্ভরশীল নয়। বিদেশে স্থানীয় কর্মী নিয়োগ, ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে পরিষেবা দেওয়া এবং অস্থায়ী কাজের ভিসার মাধ্যমে কর্মী পাঠানো; সব মিলিয়েই এই ব্যবসার কাঠামো গড়ে উঠেছে।

টিসিএস জানিয়েছে, গত দুই বছরে তাদের পার্ম আবেদনের সংখ্যা ছিল এক অঙ্কের ঘরে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সংগঠন ন্যাসকমের বক্তব্যও হল, এইচ-১বি ভিসায় কাজ করা কর্মীদের তুলনায় খুব অল্প সংখ্যক কর্মীই এই নির্দিষ্ট পথে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা করেন। শুক্রবার ভারতীয় আইটি সংস্থাগুলির শেয়ারের দামও বেড়েছে, যার পিছনে টিসিএসের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের প্রভাব ছিল।

তবে শেয়ারবাজারের প্রতিক্রিয়া দিয়ে কর্মীদের সমস্যার গভীরতা বিচার করা যায় না। যাঁদের গ্রিন কার্ডের আবেদন দীর্ঘদিন ধরে প্রক্রিয়াধীন, তাঁদের কাছে এই স্বগিতাদেশ বড় ধাক্কা। ভারতীয় আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে স্থায়ী বসবাসের অনুমতি পেতে দীর্ঘ অপেক্ষা নতুন কিছু নয়। তার উপর আবেদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও জটিল হয়ে পড়ে।

কেউ অন্য সংস্থায় চাকরি বদলের কথা ভাবতে পারেন, কেউ আবার ভারতে ফিরে আসা বা অন্য দেশে কাজের সুযোগ খোঁজার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু চাকরি বদলালেই যে অভিবাসনের সমস্যা মিটবে, তার নিশ্চয়তা নেই। স্থায়ী বসবাসের অনুমতি নিয়ে অনিশ্চয়তা কর্মীর পরিবার, পেশাগত উন্নতি এবং দীর্ঘমেয়াদি জীবনযাত্রার পরিকল্পনাকেও প্রভাবিত করতে পারে। তাই সংস্থাগুলির আর্থিক ক্ষতি সীমিত হলেও ব্যক্তিগত স্তরে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব যথেষ্ট গভীর হতে পারে।

মার্কিন শ্রম দফতরের বিধির ৬৫৬.৩১(বি) ধারা এই স্বগিতাদেশের সম্ভাব্য আইনি ভিত্তি হতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী, কোনও নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য জালিয়াতির তদন্ত চললে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পার্ম প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা যায়। প্রাথমিকভাবে এই স্বগিতাদেশের মেয়াদ ১৮০ দিন পর্যন্ত হতে পারে এবং তদন্ত চলতে থাকলে তা বাড়ানোও সম্ভব। তবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে প্রকৃত তদন্তের ভিত্তি থাকা জরুরি। আটটি সংস্থার প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সেই ভিত্তি কতটা শক্তিশালী, তা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে।

সংস্থাগুলি মনে করলে যে সিদ্ধান্তের যথেষ্ট আইনি বা তথ্যগত ভিত্তি নেই, তারা মার্কিন ফেডারেল আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের স্বচ্ছতা ও যুক্তিসংগততা নিয়ে ‘অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর অ্যাক্ট’-এর আওতায়ও চ্যালেঞ্জ জানানোর সুযোগ থাকতে পারে। অভিবাসন আইনজীবীদের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত ঘিরে আইনি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আদালতে গেলে সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রশাসনের দেওয়া কারণ এবং তদন্তের নথি খতিয়ে দেখা হবে।

‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’, জেএনইউ থেকে বরখাস্তের সিদ্ধান্তে সরব বিমল আকোইজাম

ইফল : জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) থেকে বরখাস্তের সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে আক্রমণ করলেন মণিপুরের কংগ্রেস সাংসদ তথা অধ্যাপক ড. আংগমাচা বিমল আকোইজাম। মণিপুরের জাতিগত সংঘাত নিয়ে সংসদে সরব হওয়ার কারণেই তাঁকে নিশানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর।

শুক্রবার রাতে ইফলে সাংবাদিক বৈঠকে আকোইজাম দাবি করেন, অভ্যন্তরীণ কমিটির চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পর আত্মপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ না দিয়েই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এতে স্বাভাবিক বিচারপ্রক্রিয়ার নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সংবাদমাধ্যমে তথ্য ফাঁস করে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন সাংসদ। এ নিয়ে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে ৪৫ কোটি টাকার দেওয়ানি মানহানির মামলা করেছেন বলে জানান তিনি। বিজেপি, আরএসএস ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে আকোইজাম বলেন, রাজনৈতিক বিরোধীদের চাপে রাখতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই নীচু মানের রাজনীতি আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। নিজের জমি ও মানুষের জন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লড়াই। আইনি পথে ন্যায়বিচারের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি মণিপুরের মানুষের হয়ে সংসদে সরব থাকার অঙ্গীকার করেন তিনি।

ক্লেভারহাউসে পিএমজিএসওয়াই সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস পারিমলের গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগ, উপকৃত হবেন এলাকার বাসিন্দারা

শিলচর : বরখোলায় ক্লেভারহাউসে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার (পিএমজিএসওয়াই) অধীনে একটি সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন শিলচরের সাংসদ পারিমল গুরুবৈদ্য। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরখোলায় বিধায়ক কিশোর নাথ, পূর্ত বিভাগের আধিকারিক, পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

গ্রামীণ এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ করে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে ক্লেভারহাউস ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা উন্নত সড়ক যোগাযোগের সুবিধা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষ করে দৈনন্দিন যাতায়াত, স্থানীয় স্তরের পরিবহণ ব্যবস্থা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা ও



শহরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই সড়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ এলাকার সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামগুলির সঙ্গে নিকটবর্তী জনপদ ও শহরের যোগাযোগ সুদৃঢ় করা। উন্নত সড়ক

যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার মানুষের যাতায়াতের সমস্যা কমানোর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবায় পৌঁছানোর পথও সহজ হয়।

এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন যাতায়াত আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও উন্নত সড়ক যোগাযোগ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, সরকারি আধিকারিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতি প্রকল্পটির গুরুত্বকে তুলে ধরে। গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং প্রত্যন্ত এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

উপনির্বাচনে এনডিএর থেকে রাহুল গান্ধী ও ইন্ডিয়া জোটের শিক্ষা নেওয়া উচিত : বিপ্লব দেব

আগরতলা : পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও পুদুচেরিতে উপনির্বাচনে এনডিএর পরপর সাফল্য বিরোধী শিবিরের প্রতি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছে। এই ফলাফল থেকে রাহুল গান্ধী ও ইন্ডিয়া জোটের শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন ত্রিপুরার বিজেপি সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার দেব।

শনিবার এক বিবৃতিতে বিপ্লব দেব বলেন, উপনির্বাচনে এনডিএর জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের প্রতি মানুষের অবিচল আস্থারই প্রতিফলন। তাঁর দাবি, একের পর এক নির্বাচনী সাফল্য প্রমাণ করছে, দেশের মানুষ মোদির নেতৃত্বকেই সমর্থন করছেন।

নির্বাচনে পরাজয়ের পর রাহুল গান্ধীর বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন করার প্রবণতা নিয়েও সরব হন বিপ্লব দেব। তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি নির্বাচনী পরাজয়ের



পর প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাঠগড়ায় না তুলে রাহুল গান্ধীর উচিত জনমতকে সম্মান করা। গণতন্ত্রে জনগণের রায়ই সর্বোচ্চ; এ কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি।

নির্বাচনী সাফল্যের জন্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীদের অভিনন্দন জানান ত্রিপুরার এই সাংসদ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী এন রঙ্গস্বামীকেও শুভেচ্ছা জানান তিনি।

পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিজেপি সভাপতিদের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারে যুক্ত দলীয় কর্মীদের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন বিপ্লব দেব।

তবে তাঁর এই মন্তব্যে উপনির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও বিরোধী জোটের রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও একবার সামনে এল।

মাতৃকালীন ভাতা দ্রুত পৌঁছতে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থায় জোর খেঁচা দেবেন

ইফল : যোগ্য অন্তঃসত্ত্বা ও তৃণমূল দলীয় মহিলাদের কাছে দ্রুত সরকারি আর্থিক সহায়তা



পৌঁছে দিতে প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশাসনিক সমন্বয় এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা শক্তিশালী করার পক্ষে সওয়াল করলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের জাতীয় পর্যায়ের বিভাগীয় সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা (পিএমএমভিওয়াই) বাস্তবায়নে রাজ্যের উদ্যোগ ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন তিনি। ৮ অক্টোবর শুরু হওয়া দুদিনের সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

খেমচাঁদ সিং জানান, দেশজুড়ে এই প্রকল্পে ৪.৭৬ কোটিরও বেশি মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ২১,৮০০ কোটি টাকার বেশি অর্থ পাঠানো হয়েছে। আবেদন জমা দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সুবিধাভোগীদের কাছে অর্থ পৌঁছে দেওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রকল্পের স্বচ্ছতা বাড়াতে আধারভিত্তিক মুখমণ্ডল শনাক্তকরণের মাধ্যমে পরিচয় যাচাই, পোষণ ট্র্যাকারের সাহায্যে সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের আগাম চিহ্নিতকরণ এবং তিন স্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। ‘সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক’ ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেদন ও অর্থ প্রদানের অগ্রগতি জানান সুবিধাও তুলে ধরেন তিনি।

মহালয়ার ভোরে জেগে উঠল শিলচর, দেবীপক্ষের সূচনায় দুর্গাপূজার আবহ

পিতৃতর্পণে বরাকের ঘাটে হাজারো মানুষের ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলচর : বরাক নদীর বুকে ভোরের প্রথম আলো ফুটেই মহালয়ার পুণ্যলগ্নে ধর্মীয় আবেগ ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে জেগে উঠল শিলচর। শনিবার ভোর থেকেই শহরের সদরঘাট সেতু ও অন্নপূর্ণা ঘাটে ভিড় জমালেন হাজার হাজার মানুষ। নদীর তীরে পিতৃতর্পণ, ঘরে ঘরে মহিষাসুরমর্দিনীর চণ্ডীপাঠ আর আসন্ন দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি; সব মিলিয়ে শহরজুড়ে তৈরি হল মহালয়ার চেনা আবহ।

সূর্য ওঠার অনেক আগেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘাটে পৌঁছে যান বহু মানুষ। বরাক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে জল, তিল ও মস্তোচ্চারণের মাধ্যমে তর্পণ করেন তাঁরা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই প্রথা শিলচরের বাঙালি সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহালয়ার সকালে সেই ঐতিহ্যই ফের ফিরে এল নদীর দুই পাড়ে।

এদিন ভোরে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শোনা যায় প্রয়াত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে কালজয়ী



‘মহিষাসুরমর্দিনী’। বাড়ির রেডিয়াম, টেলিভিশন ও মাইকের মাধ্যমে ভেসে আসা চণ্ডীপাঠে তৈরি হয় এক বিশেষ আবহ। বহু মানুষের কাছে মহালয়ার সকাল মানেই এই পরিচিত কণ্ঠস্বর, যা দুর্গাপূজার আগমনী বার্তা বহন করে আনে। সময় বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, কিন্তু মহালয়ার ভোরে চণ্ডীপাঠ শোনার আবেগ আজও অমলিন।

মহালয়া শুধু একটি তিথি নয়, বাঙালির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ। পিতৃপক্ষের অবসান এবং দেবীপক্ষের সূচনার মধ্য দিয়ে এই দিনেই শুরু হয় দেবী দুর্গার আগমনের

প্রতীক্ষা। পূর্বপুরুষদের স্মরণে তর্পণের গাভীর আর দেবীর আবাহনে উৎসবের আনন্দ; দুই অনুভূতি মিলেমিশে যায় এই বিশেষ দিনে।

শিলচরের সদরঘাট সেতু ও আশপাশের এলাকায় মানুষের জমায়েত সেই ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন। কেউ এসেছেন পরিবারের প্রবীণদের সঙ্গে, কেউ আবার সন্তানদের হাত ধরে। অনেকের কাছেই এই দিনটি শুধু ধর্মীয় কর্তব্য পালনের নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পারিবারিক রীতি ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার পৌঁছে দেওয়ারও উপলক্ষ।

এদিকে মহালয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহরে বাড়তে শুরু করেছে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি। সকাল থেকেই বিভিন্ন দোকানপাটে ব্যস্ততা দেখা যায়। মিষ্টির দোকানগুলিতেও শুরু হয়েছে উৎসবের প্রস্তুতি। কোথাও চলাছে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ, কোথাও আবার শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত উদ্যোক্তারা। আগামী ১৬ অক্টোবর মহাশক্তীর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়ার কথা দুর্গাপূজার মূল উৎসব।

‘অযোধ্যা থেকে লড়ছি, আপনিও মনোনয়ন দিন’, অখিলেশের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ যোগীর



লখনউ : আগামী বছর উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ চড়তে শুরু করল বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে। আসন্ন নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে অযোধ্যা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পালটা যোগী বললেন, আমি অযোধ্যা থেকে লড়ছি। আপনিও মনোনয়ন দিন। পাশাপাশি অতীতের মফিয়ারাজ, রাম মন্দির নিয়ে বিরোধীদের কুকথা মনে করিয়ে তোপ দাগেন যোগী।

দুদিনের সফরে অযোধ্যায় পা রেখেছেন অখিলেশ যাদব। সেখানে ভাগবত কথার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি সাধুদের আশীর্বাদ নেন তিনি। এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে বিজেপিকে তোপ দাগতেও ছাড়েননি তিনি। অখিলেশ বলেন, দমুমুখ্যমন্ত্রী যদি নিজের জনপ্রিয়তা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হন, তবে তাঁর উচিত অযোধ্যা থেকেই এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের মনোভাব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, এই রাজ্যের ভিত ন্যায় ও মানবতার উপর দাঁড়িয়ে। অযোধ্যার জনগণ যোগ্য ও অযোগ্যকে আলাদা করে নেবে।

অখিলেশের সেই মন্তব্যের পালটা বলরামপুরের জনসভা থেকে পালটা যোগী আদিত্যনাথ বলেন, অখিলেশ, অযোধ্যা আমাদের তীর্থস্থান। আমরা উন্নয়নের জন্য অযোধ্যায় যাই, রাজনীতির জন্য নয়। তিনি আরও বলেন, ত আমি বরং আপনাকে একটি প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি অযোধ্যা থেকে আপনার মনোনয়ন জমা দিন, আমিও দেব। চলুন ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি। যোগী বলেন, দঅযোধ্যা আমাদের আস্থা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জায়গা। রাজনীতির জায়গা নয়। দ পূর্ববর্তী সরকারকে নিশানায় নিয়ে যোগী আরও বলেন, অতীতে মফিয়ারা এখানে পা রাখলে যে কোনও জমি দখল করে নিত। সপার গুণ্ডারা ব্যবসায়ীদের ফোন করে হুমকি দিত, সম্পত্তি কেড়ে নিত। ২০১৭ সালের আগে বলরামপুরের রাস্তাগুলি ছিল রাজ্যের সবচেয়ে খারাপ রাস্তা। আজ সেইসব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

রাম মন্দির ও কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রসঙ্গ টেনে যোগী বলেন, যারা এগুলোর নির্মাণে বাধা দিয়েছিল, তারাই এখন প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরোধিতা করছে, কিন্তু বিরোধিতারও একটা সীমা আছে। এখন কংগ্রেস ও তার শরিকরা শিষ্টাচার ভুলে গিয়ে অশালীন ভাষা ব্যবহার করছে।

দ্বারকা নর্থ থানায় ধরনায় মমতা, সোমেও যোগ দেবেন মিছিলে, উত্তাল রাজধানী

নতুনদিল্লি : আরশোলাদের বিক্ষোভে শনিবার দিনভর উত্তাল হয়ে উঠে রাজধানী দিল্লি। যদিও বড়সড় বিক্ষোভ দানা বাঁধার আগেই আটক করা হয় একের পর এক সিজেপি নেতাকে। আটক করা হয় দুই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকেও। সেই তালিকায় রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এদিন দুপুরে দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউ থেকে তাঁকে আটক করে দিল্লি পুলিশ। আটক করা হয় সাকেত গোখেল, ডেরেক ও ব্রায়েন-সহ একাধিক শীর্ষ নেতাকে। তাঁদের সবাইকেই নিয়ে যাওয়া হয় দ্বারকা নর্থ থানায়। সেখানেই পৌঁছেই মমতার অভিযোগ, তাঁদের ‘অপহরণ’ করে প্রিজন ভ্যানে দু’ঘণ্টা ঘুরিয়ে দ্বারকা নর্থ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এরপরেই থানাতেই ধরনায় বসে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী সোমবার পর্যন্ত দিল্লিতেই থাকবেন বলেও জানান তিনি।

ভোটচুরির অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে শনিবার কর্মসূচির ডাক দেয়



সিজেপি। ‘যন্তর মন্তরে’ এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। তা ঘিরে একেবারে কড়া নিরাপত্তার মোড়কে মুড়ে ফেলা হয় রাজধানী। কিন্তু ‘যন্তর মন্তরে’ পৌঁছানোর আগেই একের পর এক সিজেপি নেতাকে আটক করে দিল্লি পুলিশ। আটক করা হয়

সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রাফা, সৌরভ দাসকে। কার্যত গোটা দিল্লিজুড়েই চলে ধরপাকড়। এরইমধ্যে আলদাভাবে দিল্লির সাউথ অ্যাভিনিউতে নিজের বাড়ির সামনেই ধরনায় বসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল, ডেরেক ও ব্রায়েন, শামিরুল ইসলাম, সাকেত গোখেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানেই পৌঁছে যায় দিল্লির পুলিশের আধিকারিকরা। ধরনা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। কিন্তু তাতে রাজি হননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই তাঁকে আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। একইসঙ্গে আটক করা হয় দোলা সেন, প্রতিমা মণ্ডল, ডেরেক ও ব্রায়েন, শামিরুল ইসলাম, সাকেত গোখেলকেও।

জোড়া ভূমিকম্পে
কাঁপল পানামা, জারি
সুনামি সতর্কতা

পানামা : মধ্য আমেরিকার পানামায় জোড়া শক্তিশালী ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। ভেঙে পড়েছে বহু বাড়িঘর, ব্যাহত হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। শুক্রবার রাতে প্রথমে ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দেশটি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, কম্পনের উৎসস্থল ছিল পিতালোজা আরিবা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে, ভূপৃষ্ঠের ১২ কিলোমিটার গভীরে। এর পরেই ৬.৬ মাত্রার আরও একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। পরিস্থিতির জেরে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। উপকূলবর্তী এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমুদ্রে ৩ থেকে ৪ মিটার উঁচু ঢেউ ওঠার আশঙ্কা রয়েছে। ইকুয়েডর, পেরু, নিকারাগুয়া ও গুয়াতেমালাতেও সতর্কতা জারি হয়েছে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে নোবেল
দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প! আন্তর্জাতিক
আদালতের উপর জারি নিষেধাজ্ঞা

ওয়াশিংটন : আট যুদ্ধ থামিয়েছেন, ফলে শান্তির নোবেলে প্রধান দাবিদার হিসেবে নিজেকে নাম তুলে ধরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে গতবারের পর এবারও সে আশায় জল পড়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মানের এই পুরস্কার এবার উঠেছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাভানেথেম নাভি পিল্লাইয়ের হাতে। এই ঘটনায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ ট্রাম্প। রাগের চোটে নোবেল কমিটির সঙ্গে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন তিনি।

গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের মতো মামলার বিচার করা আইসিসি-র তীব্র নিন্দা করে ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, এরা আইন লঙ্ঘন করে। আদালতটি স্বাধীন নয়, বরং যারা এটি গঠন করেছিল সেই দেশগুলির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। আদালত নিজের সীমা অতিক্রম করলে পরিণতি ভয়াবহ হবে।

তবে মার্কিন প্রশাসনের এই হুঁশিয়ারির নেপথ্যে আসলে নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তকে দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। শুক্রবার ডোনাল্ড ট্রাম্প নোবেল কমিটির সিদ্ধান্তকে লজ্জাজনক ও অত্যন্ত অপমানজনক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত নরওয়ার্ডের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছে যা সহজে মুছবেন না।

কড়া সুরে ট্রাম্প বলেন, নরওয়ার্ডের



এই সিদ্ধান্ত তিনি কখনও ভুলবেন না। নোবেল শান্তি পুরস্কার এমন একজনকে দেওয়া হয়েছে যার নাম তিনি কখনও শোনেননি। ট্রাম্প বলেন, শান্তির জন্য তাঁর কাজকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য তাঁর অন্তত আটটি নোবেল পাওয়া উচিত ছিল। ইরান ইস্যুতেও মুখ খোলেন ট্রাম্প। বলেন, ইরানকে ইউরোপকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে। আমেরিকা না থাকলে এতদিনে ইউরোপ ধ্বংস হয়ে যেত।

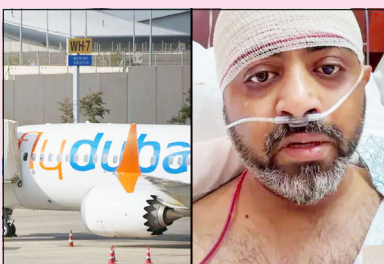
উল্লেখ্য, ডোনাল্ড ট্রাম্প ১১ বারেরও বেশি দাবি করেছেন তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা কমিয়েছেন। এবং প্রকাশ্যে দাবি করেছেন শান্তিতে নোবেল তাঁর প্রাপ্য। পাকিস্তান, ইজরায়েল-সহ একাধিক দেশ সেই দাবিতে হাওয়া দিয়েছে।

তবে এবারও ট্রাম্পকে নোবেল না দিয়ে মানবাধিকার রক্ষায় অবদানের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী ভারতীয়-আমেরিকান নাভানেথেম নাভি পিল্লাইকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ইনি রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

ফ্লাই দুবাই কাণ্ডের তদন্তে এবার এনআইএ

নতুনদিল্লি : ফ্লাই দুবাই কাণ্ডে ময়দানে এবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ভারতীয় পাইলট স্মিথ মচ্ছরের উপর ককপিটে হামলার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মামলার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফ্লাই দুবাই ১০৭৩ বিমান হাইজ্যাকের উদ্দেশ্যে ওমানি পাইলটের তরফে হামলা চালানো হয়েছিল ক্যাপ্টেন মচ্ছরের উপর। এই ষড়যন্ত্রের তদন্তে এনআইএ ২০১৬ সালের বিমান ছিনতাই বিরোধী আইনের ৩ ধারা এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ)-র প্রাসঙ্গিক ধারায় এফআইআরটি নথিভুক্ত করেছে।

জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রের নির্দেশের ভিত্তিতে গত ৯ অক্টোবর এনআইএ-র তরফে এই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ২০১৬ সালের বিমান ছিনতাই বিরোধী আইনের ৩ ধারা



শক্তি রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে এনআইএ। প্রসঙ্গত, ভারতের কোনও নাগরিক বিদেশে আক্রান্ত হলে ভারত সরকার সেই ঘটনার তদন্ত করতে পারে। সেই আইনি ভিত্তিতেই এনআইএকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সৌদি ও আমিরশাহীর প্রশাসনের কাছে ‘মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্টেন্স’ আইনি সহায়তা চাওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুবাই থেকে তেল আবিব যাচ্ছিল ফ্লাই দুবাই ১০৭৩। সেই বিমান হাইজ্যাকের চেষ্টা করে বিমানের সহকারী পাইলট হামাম আল হামামি।

অসমে তীব্র গরমের নতুন বিপদ, আর্দ্রতার চাপে বাড়াচ্ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি

দেশের উত্তর ও মধ্য ভারতে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়াই তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্কতা জারি হয়। কিন্তু অসমের ক্ষেত্রে ছবিটা আলাদা। এখানে তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকলেও বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে শরীরে গরমের চাপ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু বাতাসের তাপমাত্রা দিয়ে তাপপ্রবাহের ঝুঁকি বিচার করলে অসমের মতো আর্দ্র জলবায়ুর রাজ্যে প্রকৃত বিপদের মাত্রা আড়ালেই থেকে যাচ্ছে।

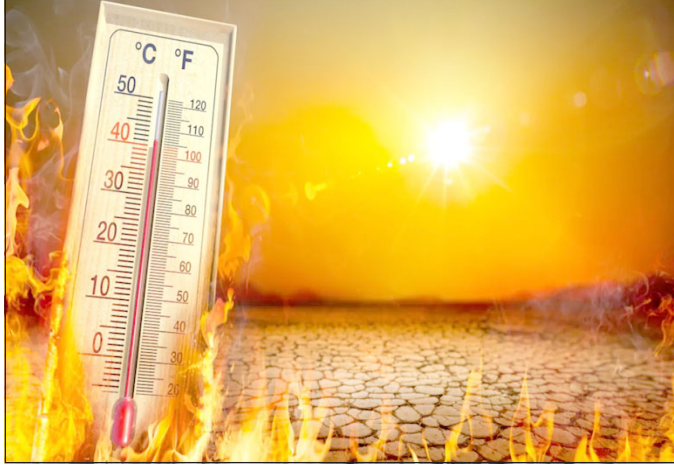
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অসমের একাধিক আবহাওয়া কেন্দ্রে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে, কোথাও কোথাও তা ৪০ ডিগ্রিতেও পৌঁছেছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে গুয়াহাটিতে তাপমাত্রা ছিল ৩৮.২ ডিগ্রি, স্বাভাবিকের চেয়ে ৬.৪ ডিগ্রি বেশি। একই সময়ে শিলচরে পারদ উঠেছিল ৩৯.৪ ডিগ্রিতে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৭.৪ ডিগ্রি বেশি।

২০২৪ সালের ২৫ মে গুয়াহাটিতে তাপমাত্রা ৪০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয়; স্বাভাবিকের চেয়ে অন্তত ৮ ডিগ্রি বেশি। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে শহরে তাপমাত্রা ৩৯.৩ ডিগ্রিতে ওঠে, যা মাসটির সর্বকালীন রেকর্ড ভাঙে। ২০২৬ সালের জুলাইয়ে গুয়াহাটি, ডিব্রুগড়, তেজপুর ও ধুবড়িতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ৪ থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি থাকায় বিরল হলুদ সতর্কতাও জারি করেছিল আবহাওয়া দফতর।

পরিবেশবিজ্ঞানী তথা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্থজ্যোতি দাসের মতে, এটি কোনও পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতি নয়; বরং তাপপ্রবাহ চিহ্নিত করার প্রচলিত সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা। তাঁর বক্তব্য, অসমে গরমের প্রকৃত প্রভাব বুঝতে বাতাসের তাপমাত্রার পাশাপাশি আর্দ্রতাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

আর্দ্রতার হিসাব বাদ পড়ছে তাপপ্রবাহের মাপকাঠিতে

ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের প্রচলিত নিয়মে সমতল এলাকায় তাপপ্রবাহ ঘোষণার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা অন্তত ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে হয় এবং স্বাভাবিকের তুলনায় তাপমাত্রার বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছতে হয়। তাপমাত্রা সরাসরি ৪৫ ডিগ্রি ছাড়াই তাপপ্রবাহ ঘোষণা করা যায়। কিন্তু এই মাপকাঠিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতার প্রভাব সরাসরি অন্তর্ভুক্ত নয়।



অসমের প্রাক্কর্ষা ও বর্ষার মরশুমে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সাধারণত অনেক বেশি থাকে। মার্চ থেকে মে এবং জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রায়ই ৭৫ থেকে ৯৫ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। ফলে শুষ্ক আবহাওয়ার কোনও এলাকার তুলনায় একই তাপমাত্রাতেও অসমে মানুষের শরীরে গরমের চাপ বেশি পড়তে পারে।

এর একটি উদাহরণ ২০২৪ সালের ২৫ মে-র গুয়াহাটি। সেদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়ার সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী, দিনভর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে। অথচ শরীরে অনুভূত তাপমাত্রা বা ‘ফিলস লাইক’ তাপমাত্রা একসময় প্রায় ৫২ ডিগ্রিতে পৌঁছেছিল। ওই বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর অনুভূত তাপমাত্রা প্রায় ৫৩ ডিগ্রিতে ওঠে। আবার ২০২৬ সালের ৪ জুলাই গুয়াহাটিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি, কিন্তু আর্দ্রতার প্রভাবে অনুভূত তাপমাত্রা প্রায় ৫২ ডিগ্রিতে পৌঁছয়।

এই পরিসংখ্যানই দেখাচ্ছে, বাতাসের প্রকৃত তাপমাত্রা এবং শরীরে অনুভূত গরমের মধ্যে বড় ফারাক থাকতে পারে।

‘ওয়েট-বান্স’ তাপমাত্রা কেন গুরুত্বপূর্ণ

বিশেষজ্ঞদের মতে, অসমের মতো আর্দ্র অঞ্চলে তাপের ঝুঁকি বোঝার জন্য ‘ওয়েট-বান্স টেম্পারেচার’ বা আর্দ্রতার প্রভাব-সহ তাপমাত্রা আরও কার্যকর হতে পারে। প্রচলিত ‘ড্রাই-বান্স টেম্পারেচার’ মূলত বাতাসের তাপমাত্রা মাপে। অন্যদিকে ওয়েট-বান্স তাপমাত্রা ঘাম-সহ জলীয় বাষ্পীভবনের মাধ্যমে শরীর কতটা ঠান্ডা হতে পারে, তার ইঙ্গিত দেয়।

সাধারণত ঘাম শুকিয়ে গেলে শরীর কিছুটা ঠান্ডা হয়। কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকলে ঘাম সহজে শুকায় না। ফলে শরীরের

তাপ বেরিয়ে যেতে বাধা পায় এবং একই তাপমাত্রাতেও অসুস্থতার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

দাসের ব্যাখ্যা, অসমে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার সঙ্গে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ শতাংশের বেশি থাকলে ওয়েট-বান্স তাপমাত্রা প্রায় ৩১ থেকে ৩২ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। এই পরিস্থিতিতে প্রচলিত তাপপ্রবাহের সীমা অতিক্রম না করলেও শরীরে উল্লেখযোগ্য তাপজনিত চাপ তৈরি হতে পারে।

গুয়াহাটির তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত এবং ওয়েট-বান্স তাপমাত্রা নিয়ে ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের বিজ্ঞানীদের ২০২৬ সালের একটি গবেষণাতেও আর্দ্রতার প্রভাব উঠে এসেছে। গবেষণায় ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের তথ্যের সঙ্গে ১৯৯১-২০২০ সালের দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার তুলনা করা হয়। তাতে দেখা যায়, ২০২২-২০২৪ সময়ে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব করা ‘হিট ইনডেক্স’ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ছিল।

সেপ্টেম্বরে তা সর্বোচ্চ ৫৫.৫ ডিগ্রিতে পৌঁছয়। গবেষকদের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী, জুলাই, অগস্ট ও সেপ্টেম্বর ছিল ‘এক্সট্রিম ডেঞ্জার’ বা চরম বিপদের পর্যায়ে।

তবে এই গবেষণা তাপপ্রবাহ ঘোষণার সরকারি নিয়ম পরিবর্তনের সুপারিশ করেনি। বরং এটি দেখিয়েছে, শুধু বাতাসের তাপমাত্রার ভিত্তিতে আর্দ্র গরমের বিপদ বোঝা কঠিন হতে পারে।

শহরে বাড়াচ্ছে তাপের চাপ অসমের তিন প্রধান শহর;

গুয়াহাটি, ডিব্রুগড় ও শিলচর; নিয়ে ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের নগর তাপ মূল্যায়নে দেখা গিয়েছে, অপরিবর্তিত নগরায়ণ, জলাশয় কমে যাওয়া এবং সবুজ এলাকার সংকোচন শহরের তাপমাত্রার ধরন বদলে দিচ্ছে।

গুয়াহাটিতে তাপদ্বীপের বিস্তার বেড়ে বড় তাপপ্রবণ করিডর তৈরি হচ্ছে। ডিব্রুগড়ের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গরমের তীব্রতা বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে শিলচরে দ্রুত উষ্ণায়নের

পাশাপাশি তাপঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বিস্তারও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

অসমের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাজ্য কর্মপরিকল্পনায় ১৯৯০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ধারাবাহিক উষ্ণায়নের তথ্য রয়েছে। ওই সময়ে বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বছরে ০.০৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বছরে ০.০১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। রাজ্যের সব জেলাতেই তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা নথিভুক্ত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, প্রবীণ এবং খোলা জায়গায় কাজ করা শ্রমিকেরা এই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে ঝুঁকির মুখে। অসমের বন্যাপ্রবণ

এলাকাগুলিতে বিপদ আরও জটিল হতে পারে। বন্যার পরে বাড়ি বা ত্রাণশিবিরে থাকা মানুষকে একই সঙ্গে গরম দিন, উষ্ণ রাত এবং পর্যাপ্ত আশ্রয় বা পানীয় জলের অভাবের মোকাবিলা করতে হতে পারে।

অসমে তাপ মোকাবিলার পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ

ইউনিসেফ, অসম রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ, অসম জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা সংস্থা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সংগঠনকে নিয়ে রাজ্য-নেতৃত্বাধীন একটি ‘হিট অ্যাকশন অ্যালায়েন্স’ গঠনের উদ্যোগ চলছে।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News In-Depth Analysis Expert Opinions
Local & Global Stories Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krctimes>

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?
Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form
<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krctimes.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

